দৈনিক জনকণ্ঠ

APR 16 2002

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাবিকে একবেলা পাবলিক ও একবেলা প্রাইভেট করার প্রস্তাবে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

শরিফুজ্জামান পিন্টু

দেশের সর্ববৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একবেলা পাবলিক এবং একবেলা প্রাইভেট করার প্রস্তাবে মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রস্তাব সম্পর্কে বিশ্বদ্যািলয়ের ৫১ টি বিভাগের কেউ বা পক্ষে ও কোন কোন বিভাগ বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে। ছাত্র, শিক্ষক ও ছাত্রসংগঠনের মধ্যে আলোচনা ও সমালোচনার ঝড় উঠেছে। এই প্রস্তাবের বিরোধীরা বলছে, ঢাকা বিশ্বদ্যািলয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে এমন একটি বিতর্কিত পদ্ধতি চালুর আগে নীতি-নৈতিকতার বিষয়টি সর্বাগ্রে দেখা উচিত। কারণ টাকা উপার্জনের আগে ভেবে দেখা উচিত ১২ টাকা বেতন দিয়ে যারা পড়ছে এবং যাদের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা টিউশন ফি নেয়া হবে তাদের সবার জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা যাবে কিনা। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে, বিষয়টিতে রাজনৈতিক রং দেয়া হচ্ছে। স্রেফ একটি প্রস্তাবকে ঘিরে অকারণে হৈ চৈ শুরু হয়েছে। জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলের সর্বশেষ সভায় দু'জন শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একবেলা পাবলিক এবং আরেক বেলা প্রাইভেট করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিষয়টি ৫১ টি বিভাগের মতামতের জন্য পাঠানো হয়। কিন্তু এই প্রস্তাবের পক্ষে সব বিভাগের সমর্থন মেলেনি। কোন কোন বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে পক্ষে বা বিপক্ষে মতপ্রকাশ করলেও অধিকাংশ বিভাগ এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে পাঠানো জবাবে বলা হয়েছে যে, একবেলা পাবলিক এবং একবেলা প্রাইভেট করার প্রস্তাবটি স্পষ্ট না হওয়ায় কোন মতামত দেয়া সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ প্রস্তাবের পক্ষে মত দিয়েছে। লোক প্রশাসন বিভাগও প্রস্তাবের পক্ষে। তবে যেসব বিভাগ প্রস্তাবের বিপক্ষে সেগুলো এখনও মত দেয়নি। শেষ মুহূর্তে এসব বিভাগ মত প্রদান করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বাম ছাত্রসংগঠন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, সমাবেশ, সেমিনার, আলোচনা সভা, সাংবাদিক সম্মেলনসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক জনকণ্ঠকে বলেন, সকালে যারা পড়বে তারা ১০/১২ টাকা বেতন দেবে এবং বিকালে যারা পড়বে তারা ৩/৪ হাজার টাকা টিউশন ফি দেবে এটা কতটা যৌক্তিক তা ভেবে দেখার বিষয়। তাছাড়া ৩/৪ হাজার টাকা যারা দেবে; তাদের আবাসিক সুবিধা দেয়া যাবে না। লাইব্রেরি বা ল্যাবরেটরি ফ্যাসিলিটিজ দেয়াও বিদ্যমান কাঠামোয় সম্ভব নয়। আবার তারা কাড়িকাড়ি টাকাও দেবে। বিষয়টি অনৈতিক বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপিকা জেড এন তাহমিদা বেগম জনকণ্ঠকে বলেন, বিষয়টি মতামতের জন্য সব বিভাগে পাঠনো হয়েছে। এসব মতামত পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে। তার আগে বিষয়টি নিয়ে হৈ চৈ করে রাজনৈতিক রং দেয়া হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন।

মতামতের জন্য ৫১টি বিভাগে পাঠানো হয়েছে

বিশ্বদ্যািলয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান জনকণ্ঠকে বলেন, একবেলা পাবলিক এবং একবেলা প্রাইভেট করার রূপরেখা কেমন হবে তা এখনও ঠিক হয়নি। সব বিভাগ এখনও তাদের মতামত জানায়নি। তবে বিষয়টি গণতান্ত্রিকভাবে ফয়সালা হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, প্রাইভেট করা হলে তা অন্যান্য প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলেই করা হতে পারে।

এদিকে সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের উদ্যোগে প্রস্তাবটি নিয়ে গত শুক্রবার টিএসসি সড়কদ্বীপে এক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় বাসদ আহ্বায়ক খালেকুজ্জামান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাণিজ্যিকীকরনের সর্বগ্রাসী কবল থেকে রক্ষা করতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাণ রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন বলেন, শিক্ষকদের বেতন স্বল্পতার কথা বলে শিক্ষকদের দিয়েই একটি বৈষম্যকে জায়েজ করার চক্রান্ত করা হচ্ছে। বিশ্বদ্যািলয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক আকমল হোসেন বলেন, দশ টাকা বেতন দেখে বাণিজ্যিকীকরণের আসল চেহারা বোঝা যাবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে নানা ফি বাড়ানো হচ্ছে ও চাপানো হচ্ছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জাহিদ হাসান চৌধুরী বলেন, শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা সংবিধান পরিপন্থী এবং এই প্রস্তাব উত্থাপন করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বড় অপরাধ করেছে।